এই শ্রীনামকীর্ত্তন প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে কথিত দশটি অপরাধ অবশ্য পরিত্যজ্য। সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিপদপাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ ইতি॥

সর্ব্বপ্রকার অপরাধকারী জন শ্রীহরিচরণ আশ্রয় করিয়া মুক্তিলাভ করে। মানুষের মধ্যে কুলাঙ্গারস্থানীয় যে জীব, সেই শ্রীহরির চরণেই অপরাধ করে; সেই অধমমানব যদি কখনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নামাশ্রয় প্রভাবেই সে অবশ্য তরিবে। আবার সর্ব্বপাপী অপরাধীর বান্ধব শ্রীনামের নিকটেই যাহার অপরাধ হয়, সে জন অধঃপতিত হইয়া থাকে। সেই দশটি অপরাধ কি, তাহাই বর্ণন করা হইতেছে—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ উ সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

সতের নিন্দা শ্রীনামের নিকটে পরম অপরাধ বিস্তার করে—ইহা প্রথম অপরাধ। যদি কেহ মনে করেন যে—আমি সৎ-এর নিন্দা করিলাম, তাহাতে নামের নিকটে অপরাধ হইল কিরূপে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন - শ্রীনাম মনে করেন যে—যে সাধুর দ্বারা আমি জগতে খ্যাতি লাভ করিলাম, কেমন করিয়া সেই সাধুর নিন্দা সহ্য করিব? এস্থলে সৎশব্দে কেহ মনে করিতে পারেন যে—ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির মত যে জন মহাপুরুষ, তাহাদের নিন্দাই সাধু-নিন্দায় পরিগণিত। এরূপ ধারণা অত্যন্ত ভুল। এস্থলে বুঝিবার বিষয় এই যে—মানুষমাত্রেই দেহধর্ম্মে কদর্য্যশীল। তবে যে মানুষের মধ্যে কাহাকেও সাধু কাহাকেও বা অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার প্রতি মূল কারণ —সাধুবস্তুর যোগে সাধু, অসাধুবস্তুর যোগে অসাধু। নিখিল সাধুবস্তুর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিভক্তি। অগ্নিসংযোগে লৌহ যেমন অগ্নিময়তা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার অণু-পরমাণু যেমন অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা ও অগ্নির বর্ণ রক্ততা প্রাপ্ত হয়, তেমনই মানুষও অনবরত ভক্তির সংশ্রবে ভক্তিময়তা ও ভক্তির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লৌহ যেমন অগ্নিকে স্পর্শ করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তাহার ধর্ম্ম ও বর্ণ প্রাপ্ত হয় না, ক্রমে ক্রমে তাহাতে অগ্নির ধর্ম্ম ও বর্ণের সংক্রমণ হয়, তেমনই মানুষও হরিভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ভক্তির স্বভাব ও ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া থাকে। যে মানুষে যতটা গুণেপরিম